আলমডাঙ্গায় দুটি পরিবারের মানবেতর জীবনযাপন

জমি ও ঘর না থাকায় আলমডাঙ্গার কুটি পাইকপাড়ায় মানবেতর জীবনযাপন করছে দুটি পরিবার। সরকারি জমিতে ছোট কুঠির নির্মাণ করে মাথা গোজার স্বপ্ন খুঁজলেও অজ্ঞাত ব্যক্তিদের রোষানলের শিকার হচ্ছেন।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গার উপজেলার আইলহাস ইউনিয়নের কুটি পাইকপাড়া গ্রামের তাসলিমা খাতুনের সাথে দীর্ঘ ১৫ বছরের সংসারে ফাটল ধরে সদর থানার শোলগাড়ি গ্রামের শহিদুল ইসলামের সাথে।

গত ৭ বছর পূর্বে তাদের দুজনের ডিভোর্স হয়। ইতোমধ্যে তাসলিমা খাতুনের দাম্পত্য জীবনে দুটি কণ্যা সন্তান জন্ম নেয়। এখন বড় মেয়ে ৭ম শ্রেণী ও ছোট মেয়ে প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রী।

তাসলিমা খাতুন ঘোলদাড়ি বাজারে ছোট পরিসরে পার্লারের দোকান দিয়ে তাদের মানুষ করার চেষ্টা করলেও করোনার কারণে সে স্বপ্ন আর পূরণ হয়নি। ডিভোর্সের পর তাসলিমা খাতুন ও তার মেয়েদের নিয়ে বোনের বাড়িতেই অবস্থান করেন। তার বাবা বয়সের ভারে কোন কাজ করতে না পারলেও তারা সেই তাসলিমার সংসারেই অবস্থান করে।

গত ২ বছর পূর্বে তাসলিমার বাবা বড় বোন রোকেয়া খাতুনকে ২শতক জমি রেজিষ্ট্রি করে দেয়। রেজিষ্ট্রি করার পূর্বে তার জমিতে বসবাসের জন্য প্রতিশ্রুতি দিলেও সে তার কথা রাখে নি।

তাসলিমা তার দুই মেয়ে ও বৃদ্ধ বাবাকে নিয়ে না খেয়ে খোলা আকাশের নিচেই বসবাস করছে।

গত কয়েকদিন পূর্বে ঘোলদাড়ি বাজার প্রাঙ্গণে সরকারি খাস জমিতে টিনের চালা বেধে একটু মাথা গোজার ঠাই করলেও তা অজ্ঞাত ব্যক্তিদের রোষানলে পড়ে ঘর নির্মাণে ব্যঘাত ঘটছে।

এই বিষয়ে তসলিমা খাতুন বলেন, বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যাদের জমি ও ঘর নাই তাদের আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে বসবাসের ঘর নির্মাণ করার প্রতিশ্রুতি দিলেও আমরা তা থেকে বঞ্চিত। চেয়ারম্যান ও মেম্বরদের নিকট গেলেও তারা মূল্যায়ন করেনি।

তিনি আরো বলেন, নিজের জমি ও ঘর থাকলে কখনো সরকারি জমিতে ঘর বেধে থাকার স্বপ্ন দেখতাম না। এখানে সরকারি পাবলিক টয়লেট, যেখানে ঘর করছি সেখানে নিচে ধুধু ফাকা জায়গা ও ভাটো নদী। এখানে জীবন যাপন করতে আমাদের সমাজের মানুষ কতজন আগ্রহী এটাই বলতে চায়।

দামুড়হুদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় শহীদ বুুুুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা ১১ টার দিকে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমানের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ মহিউদ্দিন, দামুড়হুদা উপজেলা আ: লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহ্ফুজুর রহমান মঞ্জু।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা বিল্লাল হোসেন, নূরুল ইসলাম, তমছের আলী, কাশেম, উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা.মশিউর রহমান, উপজেলা নির্বাচন অফিসার ইসহাক, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হুসনে জাহান ববি, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আশরাফ আলী, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল মতিন, উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রশিদ, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আইয়ূব আলী, দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি (অপারেশন) শামসুদ্দদোহা, উপজেলা আনসার ও ভিডিপির প্রশিক্ষক আশরাফুল ইসলাম সহ সাংবাদিক বৃন্দ।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু বলেন, প্রতিবছর বাংলাদেশের ১৪ ডিসেম্বর দিনটিকে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ১৯৭১ সালের ১০ থেকে ১৪

ডিসেম্বর বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান প্রথম শ্রেণির সকল বুদ্ধিজীবীদের পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশের মধ্যে রাজাকার, আল বদর, আল শমস বাহিনীর সদস্যদের সহযোগিতায় হত্যা করে ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায়ের সূচনা করেন।

গাছে গাছে পাখির ‘নীড়’ বেঁধে দিচ্ছে পুলিশ

গাছের ডালে ডালে ঝোলানো হচ্ছে পাখিদের ‘নীড়’। পাখির অভয়ারণ্য গড়তে চুয়াডাঙ্গা শহরের প্রতিটি গাছের ডালে ‘নীড়’ বেঁধে দিচ্ছেন জেলা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের সার্জেন্ট মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস। গতকাল সোমবার সকালে চুয়াডাঙ্গা শহরের পুলিশ লাইনের সামনে থেকে গাছের ডালে কলস ও বাঁশের তৈরি পাখির বাসা বেঁধে দিয়ে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

‘পুলিশের বিচরণ যেখানে, পাখিদের অভয়ারণ্য সেখানে’ এ স্লোগানে পাখিদের বাসা গড়ার উদ্যোগ নেন পুলিশ কর্মকর্তা। জেলার ৫টি থানা, ১টি ফাঁড়ি, ৩০টি ক্যাম্প ও ৩৯টি স্থাপনায় পাখিদের অবাধ বিচরণে পাঁচ হাজার মাটির কলস ও বাঁশের খুপড়ি বেঁধে দেয়া হচ্ছে। যেখানে বাস করতে পারবে ২০-২৫ হাজার পাখি।

জেলা ট্রাফিক বিভাগের সার্জেন্ট মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস জানান, করোনাকালে মানুষ যখন গৃহবন্দী ছিলো তখন তিনি প্রতিবেলায় পাখিদের খাবার ব্যবস্থা করে দিতেন। এখনো তিনি পাখিদের সেই খাবার সরবরাহ করেন। তবে এবার পাখিদের নিরাপদ বাসস্থান গড়তে তিনি এ উদ্যোগে নিয়েছেন।

বাসা বেঁধে দেয়ার কাজ শুরু করে পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, পুলিশ এখন অনেক মানবিক। শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নয়, বিভিন্ন সামাজিক কাজেও পুলিশের অংশগ্রহণ আশানুরূপ। সেই কাজের অংশ হিসেবে পশু পাখিদের বাসা তৈরির এ উদ্যোগ অবশ্যই সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। পুলিশ এখন শুধু জনতার নয়, প্রাণীদেরও।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কনক কুমার দাস, ট্রাফিক ইন্সপেক্টর ফকরুল ইসলাম, শাহাব উদ্দীন ও মাহফুজ আহমেদ।

দর্শনা সরকারি কলেজের আয়োজনে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

শহীদের রক্তের লাল রঙে রঞ্জিত এই আমাদের দেশ, তাদের মিলিত ত্যাগের গৌরব হবেনা কখনো শেষ। আজ ১৪ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ৮টায় দর্শনা সরকারি কলেজের আয়োজনে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামিজিক ও পেশাজীবী সংগঠনের একত্র অংশগ্রহণে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়েছে।

দর্শনা সরকারি কলেজ চত্বরে সকাল থেকে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন, দর্শনা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ শহিদুল ইসলাম, উপজেলা চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু ও ভূমি কমিশনার মহিউদ্দিন পুষ্পমাল্য অর্পণ করছেন। এর পর বিভিন্ন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন, সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠনের পক্ষে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। দর্শনা পৌরসভা, অনির্বাণ থিয়েটার, দর্শনা প্রেস ক্লাব, ওয়েভ ফাউন্ডেশন, দর্শনা কলেজ ছাত্র লীগ, বাংলাদেশ জাসদ, দর্শনা পূর্বরামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দর্শনা থানা, কলেজ শিক্ষক পরিষদ। পুষ্পমাল্য অর্পণের পর শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ শহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু ও সহকারি ভূমি কমিশনার মহিউদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা জাসদ নেতা আনোয়ারুল ইসলাম বাবু, সাবেক জেলা পরিষদ প্রশাসক মাহফুজুর রহমান মঞ্জু, পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও দামুড়হুদা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এস এ এম জাকারিয়া আলম,

দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক ছাত্রলীগের ভিপি ও জিএস নেতা আবু সাঈদ মোঃ হাসান, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সমন্বয়কারী কিতার আলী ও আনিছুর রহমান, অনিবার্ণ থিয়েটারের অর্থ সম্পাদক কবিরুল হক লিপু,

দর্শনা কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি নাহিদ পাভেজ ও সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জেল হোসেন তপু প্রমুখ।

জাতীয় নৃত্য প্রতিযোগিতায় সাফা ও সারার কৃতিত্ব

শেখ রাসেল জাতীয় শিশু কিশোর পরিষদের আয়োজনে করোনাকালীন অনলাইন ভিত্তিক জাতীয় নৃত্য প্রতিযোগিতায় জীবননগরের মেয়ে সাউদিয়া রহমান সাফা ও সারা রহমান জাতীয় পর্যায়ে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে। গত ১৮ অক্টোবর শহীদ শেখ রাসেলের ৫৭তম জন্মদিন উপলক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

রবিবার শেখ রাসেল জাতীয় শিশু কিশোর পরিষদের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজাহিদুল রহমান হেলো সরকার ও সাধারণ সম্পাদক লায়ন মুজিবর রহমান হাওলাদার আনুষ্ঠানিক ভাবে চুড়ান্ত বিজয়ীদের মাঝে ফলাফল ঘোষণা করেন। সাউদিয়া রহমান সাফা ও সারা রহমান আপন দু’বোন ও জীবননগরের সাংবাদিক কাজী সামসুর রহমান চঞ্চলের মেয়ে।

জীবননগর সরকারি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী সাউদিয়া রহমান সাফা লোক নৃত্য “খ” গ্রুপে জাতীয় পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইতি পূর্বে সাফা জাতীয় নৃত্য প্রতিযোগিতায় সাধারণ নৃত্য, লোক নৃত্য ও ভরত নাট্যম নৃত্যে জাতীয় পর্যায়ে একাধিকবার প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে কৃতিত্বের সাক্ষর রাখেন।

জীবননগর দৌলতগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী সারা রহমান “ক” গ্রুপে সাধারণ নৃত্যে জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন।

জীবননগরে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে মোমবাতি প্রজ¦লন

জীবননগরে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে মোমবাতি প্রজলন করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সেচ্ছাসেবী সংগঠন বন্ধু রক্তদান কেন্দ্র, শিকড় সমাজ কল্যাণ সংস্থা ও এফএসডিওর উদ্যোগে জীবননগর শহরের মেইন বাসষ্ট্যান্ড চত্বরের মুক্ত মঞ্চে ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে সন্ধ্যার সময় মোমবাতি প্রজ্বলন করা হয়।

সেচ্ছাসেবী সংগঠন শিকড় সমাজ কল্যাণ সংস্থার চুয়াডাঙ্গা জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিঠুন মাহমুদের সভাপতিত্বে মোমবাতি প্রজ্বলন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকন, জীবননগর উপজেলা লোকমোর্চার সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবু মোঃ আঃ লতিফ অমল, এ্যাসিল্যান্ড সুদিপ্ত কুমার রায় সিংহ, জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলাম, ওসি তদন্ত ফেরদৌস ওয়াহিদ,

জীবননগর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এম আর বাবু, জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সভাপতি জাহিদ বাবু, সাংবাদিক মাজেদুল মিল্টন, জীবননগর পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি মুন্সী নাসির উদ্দিন, শিকড় সমাজ কল্যাণ সংস্থার চুয়াডাঙ্গা জেলা কমিটির সহ-সভাপতি চাষী রমজান, সদস্য ওমর ফারুক, মিম, হাসান, সম্রাট, আসিক, রমজান, নিসান, মুন, সোহাগ, নাজমুল প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন শিকড় সমাজ কল্যাণ সংস্থার জীবননগর উপজেলা শাখার সভাপতি তুহিনুজ্জামান ।

দর্শনায় ওয়েভ ট্রেড ট্রেনিং এর সমাপ্তি

দর্শনায় তিন মাস ধরে মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, সুইং মেশিন অপারেশন ও ইলেট্রিক্যাল ইন্সটানেশন এন্ড মেইন্টেনেন্স প্রশিক্ষণের সমাপনি

ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দর্শনা ওয়েভ ট্রেড ট্রেনিং সেন্টারে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় এবং ওয়েভ ফাউন্ডেশনের বাস্তবায়নে তিন মাস ব্যাপী এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সমন্বয়কারী আনিছুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নিবার্হী অফিসার দিলারা রহমান।

তিনি দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা ৭৫জন প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্যেশে বলেন, এখান থেকে যে প্রশিক্ষণ পেয়েছ, তোমদের বাড়ি গিয়ে চাকুরী অথবা নিজে দোকান দিয়ে উপার্জনের পথ খুঁজে নিতে হবে।

এ প্রশিক্ষণ থেকে যে শিক্ষা নিলে তা ঠিক ভাবে কাজে লাগিয়ে আয় রোজগারে ব্যবস্থা করবে। বাল্য বিবাহ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে, বাড়ি থেকে যদি কেউ বিয়ে দেয় তোমরা বিয়ে করবে না। প্রয়োজনে বাল্য বিবাহ বিষয়ে আন্দোলন গড়ে তুলবে। এরপর প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণকারীদের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন।

এছাড়া অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা কেরু চিনিকলের উপ-ব্যবস্থাপক প্রকৌশলী আরিফুল ইসলাম, ডাঃ আনোয়ার হোসেন রাজিব, দর্শনা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আওয়াল হোসেন, সাবেক সভাপতি মাই টিভির জেলা প্রতিনিধি ইকরামুল হক পিপুল ও হানিফ মন্ডল, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ-সমন্বকারী নজরুল ইসলাম ও আব্দুস সালাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, ফেরদৌসী পারভীন পপি।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের উপস্থিতিতে জমি পেলেন হাজী মোরাদ

আলমডাঙ্গার কালিদাসপুরে বেদখল হওয়া জমির আসল মালিককে কোর্টের রায়ে বুঝিয়ে দিলো পুলিশ। গতকাল রবিবার থানা পুলিশের উপস্থিতিতে হাজী মোহাম্মদ মোরাদ আলিকে এ জমি দখল করে দেয়।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার পৌর এলাকার কালিদাসপুর সাদাব্রিজ প্রাঙ্গণে হাজী মোহাম্মদ মোরাদ আলি ১৯৭৮ সালে এসএ রেকর্ড অনুযায়ী হিন্দু সম্প্রদায়ের হারু লালের নিকট থেকে ২ কাঠা জমি ক্রয় করে। বর্তমানে আরএস রেকর্ডে হাজী মোহাম্মদ মোরাদ আলির মালিকানা। সে দীর্ঘদিন ওই জমিতে দোকান নির্মাণ করে ব্যবসা পরিচালনা করে।

গত ৩ মাস পূর্বে শ্রীরামপুর গ্রামের মৃত-চাঁদ আলী জোয়াদ্দারের ছেলে আক্তার জোয়াদ্দার তার ভাই টাকু জোয়াদ্দার ওই জমি নিজের বলে দখল করে।

এই ঘটনায় হাজী মোহাম্মদ মোরাদ আলি বাদী হয়ে কোর্টে মামলা দায়ের করেন। কোর্টের আদেশ হাজী মোহাম্মদ মোরাদ আলিকে তার নিজ জমির মালিকানা ঘোষণা দেন এবং পুলিশের উপস্থিতিতে হাজী মোহাম্মদ মোরাদ আলিকে জমি বুঝিয়ে দেয়।

আলমডাঙ্গায় মেয়র প্রার্থী আবু মুসার পথসভা

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী জেলা পরিষদ সদস্য ও পৌর আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি আবু মুসা মোটর সাইকেল শো-ডাউন ও পথসভা করেছেন।

তিনি গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় আনন্দধাম, হাউসপুর, হাজী মোড়, পশুহাট মোড়, সোনাপট্রি, মাছবাজার, বন্ডিবল, স্টেশনপাড়া, গোবিন্দপুর, পুরাতন বাস স্ট্যান্ডসহ বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন।

পরে আলিফ উদ্দিন মোড়ে এক পথসভায় বক্তব্য রাখেন। পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য আবু মুসা বলেন, আমি দীর্ঘদিন পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলাম। সভাপতি থাকা অবস্থায় কখনো কোন অনিয়ম দুর্নীতি করিনি। কারো জমি দখল, থানায় দালালি টাকা আত্মসাত করিনি। মানুষের কল্যাণে কাজ করেছি। এই করোনার সময়ে মানুষের পাশে থেকে সেবা

করেছি। আবু মুসা বলেন, এই পৌরসভার চেয়ারে অনেকেই ছিলেন কিন্তু কোন উন্নয়ন করেনি।

আজকে রাস্তা ঘাটের বেহাল অবস্থা। পৌরসভার সার্বিক উন্নয়নে আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনে আপনারা আমার সাথে থাকবেন। আমি যদি নির্বাচনে জিততে পারি তাহলে মানুষের কল্যাণে নিজেকে আত্ম নিয়োগ করবো।

সভায় বক্তব্য রাখেনন চাঁদ মিয়া, ফরিদ হোসেন, ছাত্রলীগ নেতা রঞ্জু। হারুন অর রশিদ, নুরুন্নবী, শাহিন রেজা, ঠান্ডু রহমান, ছানোয়ার হোসেন, বাবু মিয়া, কিবরিয়া, লিটন, ওসমান গনি, জয়, সেন্টু, খাইরুল, ফারুক হোসেন, সাব্বির হোসেন, কেস্ট, রকিবুল, তুষার, সেতু, আব্দুল্লাহ, আক্তারুজ্জামান, আসিফ, সায়েম ও কামাল হোসেন প্রমুখ।

দর্শনার ওসির মানবাধিকার পুরস্কার অর্জন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ মাহাব্বুর রহমান এশিয়া ছিন্নমূল মানবাধিকার বাস্তবায়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক “মানবাধিকার পুরস্কার-২০২০” অর্জন করেছেন। বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

অসহায় মানুষের পাশে সাহায্যের হাত বাড়ানো, দর্শনা থানা এলাকায় বিভিন্ন মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক দ্বন্দ্বের শান্তিপূর্ণ সমাধান করাসহ বিভিন্ন প্রকার মানবিক কাজের জন্য তাকে এশিয়া ছিন্নমূল মানবাধিকার বাস্তবায়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক “মানবাধিকার পুরস্কার-২০২০” প্রদান করেছে।

অফিসার ইনচার্জ বলেন, আমার এই কৃতিত্বের দাবিদার দর্শনাবাসি ও আমার সহকর্মীবৃন্দ। আগামী দিনের জন্য সকলের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করছি।